ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৪
এপ্রিল-জুন:২০১৮

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন, ২০১৮

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুনাই

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পান্ডুলিপি তৈরি:** পান্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পান্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

শেয়ার-এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি : আন্তর্জাতিক অনুশীলন ৯
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ক্যাশ ওয়াকফ ও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর অনুশীলন ৩১
মোঃ মেসবাহ উদ্দীন

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. ও তাঁর ফিকহী রচনাবলি : একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ৬১
মীর মনজুর মাহমুদ

বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ : ইসলামের আলোকে নির্দেশনা ৯৩
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল
মোঃ আম্মার জাকারিয়া

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার : প্রচলিত আইন ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ১২১
মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীতে যে অবদান রেখেছে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের প্রায়োগিক ধারণা উপস্থাপন এবং উক্ত ধারণাকে বাস্তবে রূপায়ন। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠীর জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের বিকাশ ছিল আশির্বাদ স্বরূপ। প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং কার্যক্রমকে শরীয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর সূচনা হলেও শুরুতে এর নীতিমালা বিষয়ক গবেষণা ছিল অপ্রতুল। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ইসলামী ব্যাংকিং অনুশীলনকারীগণ এ সম্পর্কিত সাহিত্যকর্মের ঘাটতি অনুভব করেন। অবশ্য বর্তমানে এ শুন্যতা পূরণে নানা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। নির্ধারণ করা হচ্ছে বিভিন্ন মানদণ্ড। শেয়ারের শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি উক্ত চলমান গবেষণার একটি অংশ। কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার শরীয়া অনুমদিত কি না তা সাধারণত উক্ত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ করে নির্ধারণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ে শতভাগ শরীয়া পরিপালন না করা সত্ত্বেও তাকে শরীয়া অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ ছাড়ের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। "শেয়ারের শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি : আন্তর্জাতিক অনুশীলন" শীর্ষক গবেষণা কর্মে এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক অনুশীলন ও সাধারণ নীতিমালা দেখানো হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার একটি সৌন্দর্য্য হলো, এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারি, হিসাবধারকের কল্যাণ নিয়ে ভাবে না বরং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতেও বদ্ধ পরিকর। সে দায়বদ্ধতার বাস্তবায়নে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ক্যাশ ওয়াকফ একাউন্ট ব্যবস্থাপনা এর অন্যতম। ওয়াকফ, ক্যাশ ওয়াকফ ধারণা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে থাকলেও ব্যাংক ব্যবস্থায় এটি প্রবর্তনের ধারণা দেন বাংলাদেশের কৃতীসন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান। তাঁর দেয়া ধারণার ভিত্তিতে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব পরিচালনার প্রথা গড়ে ওঠেছে। "ক্যাশ ওয়াকফ ও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর অনুশীলন" শীর্ষক প্রবন্ধে ক্যাশ ওয়াকফ এর পরিচিতি, গুরুত্ব, শরয়ী বিধান বর্ণনার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রবর্তন, অনুশীলন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল 'ইসলামী আইন ও বিচার' প্রকাশের সূচনা লগ্ন থেকে যেসব ব্যক্তি তাঁদের মেধা-মনন, পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও শ্রম দিয়ে একে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তৎপর ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন যাবত এ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে উম্মতের দরদী হয়ে মুসলিম ঐক্যের চিন্তা করেছেন এবং এ বিষয়ে পেশ করেছেন যুগোপযোগী দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম পরিপালনে তিনি মধ্যপন্থার ওপর জোর দেন। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন, তাঁর চিন্তা ও দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর রচিত ফিকহী রচনাবলির পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এ সংখ্যায় "আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. ও তাঁর ফিকহী রচনাবলি : একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে।

পোশাক মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য উপকরণ। এটি একদিকে লজ্জা নিবারণের মাধ্যম, আবার অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও অন্যতম বাহন। পোশাক মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাস ও মূল্যবোধেরও পরিচয় বহন করে। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির কিংবা জাতির ঐতিহ্যের নির্যাস, কিংবা সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি অনুভব করা যায়। স্থান-কাল ভেদে পোশাক নানা রকম হয়ে থাকে। কোন জাতির ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছায়া ও সংস্কৃতির গতি প্রকৃতির ইংগিত পাওয়া যায় তাদের জাতীয় পোশাকে। তাই জাতীয় পোশাককে জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। যদিও এটি নির্দিষ্ট কোন ধর্ম ও বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না, তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিরুচিই মূলত এতে প্রতিভাত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পোশাকের ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক বিধায় ইসলাম নির্দিষ্ট কোন মাপের বা ডিজাইনের কোন পোশাক পরাকে বাধ্যতামূলক না করে কিছু শর্ত ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা সকল মানুষের পক্ষেই মেনে চলা সম্ভব। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র। যাতে কোন কূপমণ্ডুকতা কিংবা গোঁড়ামি নেই। জীবনের অন্যান্য দিকের মত এক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী এবং মানব কল্যাণের চিরন্তন লক্ষ্যাভিসারী। ফলে এ মুলনীতিগুলো অনুসরণ করে স্থান, কাল, পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী যে কোন পোশাক পরা ইসলামে জায়িয। তাই পোশাক প্রশ্নে বল্গাহীনতা ও অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি কোনটাই কাম্য নয়। "বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ : ইসলামের আলোকে নির্দেশনা" প্রবন্ধটিকে পোশাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন, ইসলামে পোশাকের বিধান, ইসলামী পোশাকের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে তাদের পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এ ছাড়াও তাদের সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুবিধাপ্রাপ্তি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তির অধিকার রয়েছে। ইসলাম প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার ও তাদের প্রতি করণীয় বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। উক্ত নির্দেশনার বিস্তারিত বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয়, ধরণ ও শ্রেণিবিন্যাস, এ সম্পর্কিত জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের আইন ইত্যাদি বিষয় বিধৃত হয়েছে "প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার : প্রচলিত আইন ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

আইন ও বিচার" জার্নালের ৫৪তম এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– প্রধান সম্পাদক